হাসন্ রাজার বাড়ি

গাঁয়েতে এয়েছে এক কেরামতি সাহেব কোম্পানি
কত তার ট্যাড়াকাড়া—মানুষ না পিপীলিকা, যা রে ছুটে যা
যা রে যা ত্থাখ গা খেলা হুরির নাচন আর
ভাঁড়ের কেরদানি
এখেনে এখন শুধু মুখোমুখি বসে রবো আমি আর হাসন্ রাজা।

আলাভোলা হাওয়া ঘোরে, তিলফুলে বসেছে ভোমর
উদ্‌লা নদীটি আজ বড়ই ছেনালি
বিষয় বুঝলে দাদা, ভুলাতে এয়েছে ও যে ত্থলায়ে কোমর
যা বেটি হারামজাদি, ফাঁকা মাঠে দিব তোর মুখে চুনকালি!

কও তো হাসন্ রাজা, কী বৃত্তান্তে বানাইলে হে মনোহর বাড়ি?
শিয়রে শমন, তুমি ছয় ঘরে বসাইলে জানলা—
চৌখুপ্পি বাগানে এত বাঞ্ছাকল্পতরুর কেয়ারি
ত্থনিয়া আন্ধার তবু তোমার নিবাসে কত পিদ্দিমের মালা!

জানুতে ঠেকায়ে থুতনি হাসন্ চিন্তায় বসে
মুখে তার মিটিমিটি হাসি
কড়ি কড়ি চক্ষু ত্থটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে দেখে জমিন আশ্‌মান
ফিসফিসায়ে কয়, বড় আমোদে আছি রে ভাই; ছয়টি ঘরেতে ঐ যে
ছয় দাসদাসী
শমন আসিলে বলে, তিলেক দাঁড়াও, আগে দেখে লই
পঞ্জের নক্‌শায় পইড়লো কিনা শেষ টান।